

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ২, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/০২ ডিসেম্বর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৫৫(মুঃ প্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৮-৮-১৪১৫ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ০২-১২-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লিখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

অ্যাটর্নি সার্ভিস অধ্যাদেশ, ২০০৮

২০০৮ সনের ৫৫ নং অধ্যাদেশ

আদালতে মামলা পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে সরকারের পক্ষে দায়িত্ব পালনের জন্য একটি স্থায়ী সরকারী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা এবং উক্ত সার্ভিসে নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিদ্যমান অধ্যাদেশ সুসংহত ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে উহা রহিতক্রমে পুনঃপ্রণয়নের লক্ষ্যে প্রণীত

অধ্যাদেশ

আদালতে মামলা পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে সরকারের পক্ষে দায়িত্ব পালনের জন্য একটি স্থায়ী সরকারী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা এবং উক্ত সার্ভিসে নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিদ্যমান অধ্যাদেশ সুসংহত ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে উহা রহিত করিয়া পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

(১২১৮৩)

মূল্য : টাকা ৬.০০

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আগু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন :—

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।—(১) এই অধ্যাদেশ সরকারী অ্যাটর্নি সার্ভিস , অধ্যাদেশ, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সমগ্র বাংলাদেশে ইহার প্রয়োগ হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,—

(ক) “অধিদপ্তর” অর্থ ধারা ৫ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত সরকারী অ্যাটর্নিং অধিদপ্তর;

(খ) “আদালত”. অর্থ জেলা, মেট্রোপলিটন ও উপজেলা পর্যায়ে সকল দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত, এবং কোন বিশেষ আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন বিশেষ আদালত বা ট্রাইব্যুনাল, আপীল আদালত বা আপীল ট্রাইব্যুনালও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(গ) “অ্যাটর্নি” অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীনে সরকারী অ্যাটর্নি সার্ভিসে নিযুক্ত কোন আইন কর্মকর্তা;

(ঘ) “কমিশন” অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৭ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত সরকারী কর্ম কমিশন;

(ঙ) “কর্মকর্তা” অর্থ অ্যাটর্নি সার্ভিসে নিযুক্ত আইন কর্মকর্তা ছাড়াও অন্যান্য কর্মকর্তাগণও অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(চ) “কর্মচারী” অর্থ সরকারী অ্যাটর্নি সার্ভিস এবং সরকারী অ্যাটর্নি অধিদপ্তরে নিযুক্ত কর্মচারী;

- (ছ) “জেলা অ্যাটর্নি” অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন নিযুক্ত জেলা অ্যাটর্নি;
- (জ) “তফসিল” অর্থ এই অধ্যাদেশের তফসিল;
- (ঝ) “নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ” অর্থ রাষ্ট্রপতি বা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;
- (ঞ) “পদ” অর্থ তফসিলে উল্লিখিত কোন পদ;
- (ট) “প্রয়োজনীয় যোগ্যতা” অর্থ সংশ্লিষ্ট পদের জন্য তফসিলে উল্লিখিত যোগ্যতা;
- (ঠ) “বিধি” অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি;
- (ড) “মহাপরিচালক” অর্থ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;
- (ঢ) “শিক্ষানবিস” অর্থ কোন পদে শিক্ষানবিস হিসাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি;
- (ণ) “সার্ভিস” অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত সরকারী অ্যাটর্নি সার্ভিস;
- (ত) “স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়” অর্থ আপাততঃ বলবৎ কোন আইন দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়; এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সার্ভিস ও অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা

৩। সরকারী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা।—(১) আদালতসমূহে সরকার বা রাষ্ট্র পক্ষে মামলা পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার, সরকারী অ্যাটর্নি সার্ভিস নামে, একটি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) তফসিলে বর্ণিত পদসমূহে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সার্ভিস গঠিত হইবে।

(৩) সার্ভিসে নিযুক্ত অ্যাটর্নিগণ সরকারী আইন কর্মকর্তা হিসাবে গণ্য হইবেন এবং অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন সরকারী আইন কর্মকর্তাগণের সকল আদালতে রাষ্ট্র বা সরকার পক্ষে বক্তব্য পেশ করিবার বা মামলা পরিচালনা করিবার অধিকার থাকিবে।

৪। সার্ভিসের কর্ম পরিধি।—(১) সার্ভিসের কর্মপরিধি হইবে আদালতে সরকার বা রাষ্ট্র পক্ষে সকল প্রকার দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে দায়িত্ব পালন করা।

(২) মামলা দায়ের ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে জেলা অ্যাটর্নি দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট এর সহিত প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন আইনের অধীন বা দ্বারা কোন মহানগর এলাকায় পৃথক মহানগর পুলিশ বা আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিলে, উক্ত উপ-ধারায় বর্ণিত পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট এর স্থলে পুলিশ কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, উপ-পুলিশ কমিশনারকে বুঝাইবে, এবং জেলা প্রশাসক অর্থে উক্ত এলাকা যে জেলার অন্তর্গত সে জেলার জেলা প্রশাসককে বুঝাইবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মামলা পরিচালনার বিষয়ে জেলা অ্যাটর্নির সহিত সার্বিক সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব জেলা প্রশাসকের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

৫। অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি।—(১) সার্ভিসের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য সরকার, সরকারী অ্যাটর্নি অধিদপ্তর নামে, একটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) অধিদপ্তরের একজন মহাপরিচালক থাকিবে এবং তিনি পদাধিকারবলে সলিসিটর হিসাবেও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) মহাপরিচালক ছাড়াও অধিদপ্তরের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকিবে।

(৪) সরকার, তৎনির্ধারিত পদ্ধতিতে, অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা পদে নিয়োগদান করিবে।

(৫) মহাপরিচালক অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তাহার অধঃস্তন হইবেন ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে থাকিবেন।

(৬) উপ-ধারা (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে নিয়োগ করা হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই অধ্যাদেশের অধীন বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত মহাপরিচালক, অধিদপ্তরের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে, এই অধ্যাদেশ ও অনুরূপ সরকারী পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ বিধানাবলী অনুসরণ সাপেক্ষে, নিয়োগদান করিবেন।

(৭) অধিদপ্তর আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত থাকিবে।

(৮) অধিদপ্তরের কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

৬। অধিদপ্তরের কর্ম পরিধি।—অধিদপ্তর সার্ভিসের উপর তত্ত্বাবধান ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সার্ভিসে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের অধঃস্তন গণ্য হইবেন।

৭। সার্ভিসের জেলা অফিসের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ।—সার্ভিসের জেলা অফিসের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ জেলা অ্যাটর্নির উপর ন্যস্ত থাকিবে, এবং জেলা অ্যাটর্নি, উহার প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং উক্ত জেলা অফিসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন হইবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সার্ভিসে নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ

৮। নিয়োগ পদ্ধতি।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯(৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী এবং ধারা ১৭ এর বিধান সাপেক্ষে, কোন পদে তফসিলে উল্লিখিত পদ্ধতিতে নিয়োগ করিতে হইবে।

৯। সরাসরি নিয়োগ।—(১) কমিশনের সুপারিশ ব্যতীত, সার্ভিসের কোন প্রবেশ পদে কোন ব্যক্তিকে সরাসরি নিয়োগদান করা যাইবে না।

(২) তফসিলে উল্লিখিত পদের সর্বনিম্ন ধাপের পদটি হইবে সার্ভিসের প্রবেশ পদ।

(৩) কোন পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য কোন ব্যক্তি অযোগ্য হইবেন, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক বা স্থায়ী বাসিন্দা না হন অথবা, বাংলাদেশে ডমিসাইল না হন;

(খ) এমন কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করেন অথবা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নহেন।

(৪) কোন পদে কোন ব্যক্তিকে সরাসরি নিয়োগ করা হইবে না, যদি—

(ক) তৎক্ষণ্য তাহার নির্ধারিত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে এবং, সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার বয়স উক্ত পদের জন্য তফসিলে উল্লিখিত বয়সসীমার মধ্যে না হয়;

- (খ) স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড অথবা, ক্ষেত্রমত, তৎকর্তৃক মনোনীত কোন মেডিক্যাল অফিসার এই মর্মে প্রত্যয়ন না করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতভাবে অনুরূপ পদে নিয়োগযোগ্য এবং তিনি এইরূপ কোন দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন না যাহা সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে; এবং
- (গ) তাহার পূর্ব কার্যকলাপ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাচাইয়ের মাধ্যমে দেখা যায় যে, প্রজাতন্ত্রের চাকুরীতে নিযুক্তির জন্য তিনি অনুপযুক্ত।

ব্যাখ্যা : কোন পদে নিয়োগের জন্য কোন প্রার্থীর বয়স উক্ত পদে আবেদন দাখিলের নির্ধারিত শেষ দিনে উক্ত পদের জন্য তফসিলে উল্লিখিত বয়সসীমার মধ্যে হইয়া থাকিলে, নিয়োগের সময় তাহার প্রকৃত বয়স নির্ধারিত বয়স অতিক্রম করিয়া থাকিলেও তিনি উপ-ধারা (৪) এর দফা (ক) এর অধীন উক্ত পদে নিয়োগ লাভের জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন।

১০। পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ।—(১) এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কোন পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে।

(২) চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হইলে, কোন ব্যক্তি পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

১১। শিক্ষানবিস ও চাকুরীতে স্থায়ীকরণ।—(১) সার্ভিসের প্রবেশ পদের বিপরীতে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষানবিসের স্তরে যোগদানের তারিখ হইতে দুই বছরের জন্য শিক্ষানবিস হিসাবে নিয়োগ করা হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, কোন শিক্ষানবিসের শিক্ষানবিসির মেয়াদ এইরূপ বৃদ্ধি করিতে পারিবে যাহাতে বর্ধিত মেয়াদ সর্বসাকল্যে তিন বছরের অধিক না হয়।

(২) কোন শিক্ষানবিসের শিক্ষানবিসির মেয়াদ চলাকালে তাঁর আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক নহে, বা তাহার কর্মদক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই মনে করিলে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কোনরূপ কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে, তাঁহার চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবে।

(৩) শিক্ষানবিসের মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তৎসহ, পূর্ণ হইবার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

- (ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে কোন শিক্ষানবিসের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল তাহা হইলে, তাহার চাকুরী স্থায়ী করিবে ; এবং

(খ) যদি মনে করে যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে শিক্ষাবিসেসের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল না, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ, কোনরূপ কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে তাহার চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবে।

(৪) কোন শিক্ষাবিসেসকে কোন নির্দিষ্ট পদে স্থায়ী করা হইবে না, যতক্ষণ না সরকারী আদেশবলে, সময় সময়, যে পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, সেই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১২। কর্মস্থল নির্ধারণ, বদলী, ইত্যাদি।—সার্ভিসের পদসমূহে কর্মরত অ্যাটর্নিগণ জনস্বার্থে বদলীযোগ্য হইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ১৭ এর অধীন জেলা অ্যাটর্নি ও অতিরিক্ত জেলা অ্যাটর্নি পদে নিয়োগপ্রাপ্ত অ্যাটর্নিগণ, তাহাদের সম্মতি ব্যতিরেকে, আন্তঃজেলা বদলীযোগ্য হইবেন না।

১৩। সার্ভিস হইতে প্রেষণে নিয়োগ।—সার্ভিসের যে কোন সদস্যকে সরকার অন্যত্র সমপর্যায়ভুক্ত পদে সাময়িকভাবে প্রেষণে নিয়োগদান করিতে পারিবে।

১৪। অবসর গ্রহণের বয়সসীমা।—The Public Servants (Retirement) Act, 1974 এর বিধানে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ১৭ এর অধীন বিশেষ নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ৬০ বছর বয়স হইলে চাকুরী হইতে অবসরপ্রাপ্ত হইবেন।

১৫। বেতন, ভাতা, ইত্যাদি।—সরকারী কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বেতন, ভাতা, ছুটি, ভবিষ্য তহবিল, আনুতোষিক, পেনশন ও চাকুরীর অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত প্রচলিত আইন, আদেশ ও বিধিমালা এই অধ্যাদেশের অধীন সার্ভিসে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

১৬। চাকুরীর সাধারণ শর্তাবলী।—এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে, প্রজাতন্ত্রের অসামরিক পদে নিযুক্ত সরকারী কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য জ্যেষ্ঠতাসহ চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলী, এই অধ্যাদেশের অধীন সার্ভিসে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিয়োগ সম্পর্কিত বিশেষ ক্রান্তিকালীন বিধান

১৭। বিশেষ নিয়োগ।—(১) এই অধ্যাদেশে যাহাই থাকুক না কেন—

(ক) বাংলাদেশে আইন পেশায় অনূ্যন ১৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবীগণ জেলা অ্যাটর্নি পদে, অনূ্যন ১০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবীগণ অতিরিক্ত জেলা অ্যাটর্নি পদে, এবং অনূ্যন ০৭ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবীগণ যুগ্ম জেলা অ্যাটর্নি পদে, দফা (খ) এর বিধান সাপেক্ষে, সরাসরি নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন ;

(খ) পূর্ববর্তী দফা (ক) এর অধীন সরাসরি নিয়োগ লাভে আগ্রহী প্রার্থীর বয়স আবেদন দাখিলের নির্ধারিত শেষ দিনে—

(অ) জেলা অ্যাটর্নি পদের ক্ষেত্রে, অনূর্ধ্ব ৫৪ বছর ;

(আ) অতিরিক্ত জেলা অ্যাটর্নি পদের ক্ষেত্রে, অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর ; এবং

(ই) যুগ্ম জেলা অ্যাটর্নি পদের ক্ষেত্রে, অনূর্ধ্ব ৩৮ বছর হইতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ব্যক্তি নিয়োগের জন্য যোগ্য হইবেন না, যদি ধারা ৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (৩) এর বিধান মোতাবেক তিনি অযোগ্য হন ; এবং

(খ) উপ-ধারা (৪) এর দফা (ক) এর প্রথম শর্তাংশ অনুযায়ী তাহার যোগ্যতা না থাকে এবং দফা (গ) এর বিধান অনুযায়ী অনুপযুক্ত হন।

(৩) এই ধারার অধীনে কোন একটি বাছাই ও নিয়োগের পর্যায়ে একই পদে একাধিক ব্যক্তিকে নিয়োগদান করা হইলে, উপ-ধারা (৪) ও (৫) এর বিধান সাপেক্ষে, আইন পেশায় যিনি জ্যেষ্ঠতর ছিলেন, তিনিই জ্যেষ্ঠতর হইবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একই তারিখে আইন পেশায় যোগদান করিয়া থাকিলে, বয়সের জ্যেষ্ঠতা দ্বারা উক্ত পদে তাঁহাদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে।

(৫) এই ধারার অধীন পরবর্তী পর্যায়ে কোন পদে বাছাইয়ের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, পূর্ববর্তী পর্যায়ে নিয়োগকৃত কোন ব্যক্তি অপেক্ষা বয়সে অথবা আইন পেশায় জ্যেষ্ঠতর হইবার কারণে, উক্ত পদে পূর্ববর্তী পর্যায়ে নিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠতর হইবেন না।

(৬) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কোন পদে নিয়োগ লাভের জন্য আবেদনকারীগণের মধ্যে কেহ ইতিপূর্বে গভর্নমেন্ট প্লিডার, সহকারী গভর্নমেন্ট প্লিডার, লোকাল গভর্নমেন্ট প্লিডার, পাবলিক প্রসিকিউটর, স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর, অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর বা সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর পদে দায়িত্ব পালন করিয়া থাকিলে, উক্ত পদে নিয়োগ লাভের উদ্দেশ্যে উহা সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হইবে।

(৭) কমিশন, এই ধারার অধীন নিয়োগ প্রদানের জন্য তদকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক প্রার্থী বাছাই করিবে, এবং সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করিবে।

(৮) এই ধারার অধীন বিশেষ ব্যবস্থায় জেলা অ্যাটর্নি, অতিরিক্ত জেলা অ্যাটর্নি এবং যুগ্ম জেলা অ্যাটর্নির নির্ধারিত সংখ্যক পদে একবারে কিংবা পর্যায়ক্রমে সরাসরি নিয়োগদান করা যাইবে।

(৯) উপ-ধারা (৭) এর অধীন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার, গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে, এই ধারার অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নিয়োগ প্রদান করিবে।

(১০) সরকার, এই ধারার অধীন বিশেষ ব্যবস্থায় নিযুক্ত জেলা অ্যাটর্নি, অতিরিক্ত জেলা অ্যাটর্নি এবং যুগ্ম জেলা অ্যাটর্নিকে তাহাদের মূল বেতনের সহিত উহার অতিরিক্ত যথাক্রমে, ১০০ শতাংশ, ৭৫ শতাংশ, এবং ৫০ শতাংশ হারে বিশেষ ভাতা প্রদান করিবে।

(১১) এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার দুই বছর পর এই ধারার অধীন বিশেষ ব্যবস্থায় কোন নিয়োগদান করা যাইবে না।

১৮। সাময়িক বিশেষ নিয়োগ।—(১) ধারা ১৭ এর অধীন জেলা অ্যাটর্নি, অতিরিক্ত জেলা অ্যাটর্নি ও যুগ্ম জেলা অ্যাটর্নি পদে বিশেষ নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ নিয়োগ লাভেরযোগ্য কোন ব্যক্তিকে সরকার অনূর্ধ্ব তিন বছরের জন্য সাময়িকভাবে জেলা অ্যাটর্নি, অতিরিক্ত জেলা অ্যাটর্নি ও যুগ্ম জেলা অ্যাটর্নি পদে নিয়োগদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত জেলা অ্যাটর্নি, অতিরিক্ত জেলা অ্যাটর্নি ও যুগ্ম জেলা অ্যাটর্নিকে সরকার কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা অ্যাটর্নি অধিদপ্তরে পদায়ন করিতে পারিবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিবিধ

১৯। সার্ভিসের কর্মকর্তাগণ সরকারী কর্মচারী ও লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কিত বিধান।—এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী স্থায়ীভাবে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ সরকারী কর্মচারী এবং প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবেন।

২০। বেসরকারী আইনজীবী নিয়োগ।—এই অধ্যাদেশে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার প্রয়োজনে যে কোন আদালতে মামলা পরিচালনা বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যসম্পাদন করিবার জন্য নিয়োগের শর্তাদি নির্ধারণ করিয়া বেসরকারী আইনজীবী নিয়োগ করিতে পারিবে।

২১। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।—এই অধ্যাদেশ বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তজ্জন্য সরকার বা অধিদপ্তর বা সার্ভিসের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগতঃ কার্যধারা দায়ের বা রুজু করা যাইবে না।

২২। তফসিল সংশোধন সংক্রান্ত বিধান।—সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।

২৩। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।—সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৪। ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।—(১) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

২৫। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) সরকারী অ্যাটর্নি সার্ভিস অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এতদদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কর্ম ও গৃহীত ব্যবস্থা এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উক্ত অধ্যাদেশ রহিত হয় নাই।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত অধ্যাদেশ দ্বারা বিলুপ্ত (The Bangladesh Law Officers Order, 1972 (P.O.No.6 of 1972) এমনভাবে পুনর্বহাল হইবে যেন উক্ত আদেশ কখনই বিলুপ্ত করা হয় নাই।

(৪) এই অধ্যাদেশ কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও, সার্ভিস গঠিত না হওয়া পর্যন্ত কোন গভর্নমেন্ট প্লিডার, অতিরিক্ত গভর্নমেন্ট প্লিডার, সহকারী গভর্নমেন্ট প্লিডার, লোকাল গভর্নমেন্ট প্লিডার, পাবলিক প্রসিকিউটর, স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর, অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর এবং সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর পদে নিয়োগের প্রয়োজন হইলে সরকার বিদ্যমান ব্যবস্থার অধীন উক্ত পদ বা পদসমূহে এমনভাবে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে যেন এই অধ্যাদেশ কার্যকর হয় নাই।

তফসিল

[ধারা ৮ দ্রষ্টব্য]

নিয়োগ পদ্ধতি

১	২	৩	৪	৫
ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১।	জেলা অ্যাটর্নি.	-	অতিরিক্ত জেলা অ্যাটর্নিগণের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	অতিরিক্ত জেলা অ্যাটর্নি পদে অন্যন তিন বছরের চাকুরী।
২।	অতিরিক্ত জেলা অ্যাটর্নি	-	যুগ্ম-জেলা অ্যাটর্নিগণের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	যুগ্ম-জেলা অ্যাটর্নি পদে অন্যন তিন বছরের চাকুরী।
৩।	যুগ্ম-জেলা অ্যাটর্নি	-	সহকারী জেলা অ্যাটর্নিগণের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	সহকারী জেলা অ্যাটর্নি পদে অন্যন পাঁচ বছরের চাকুরী।
৪।	সহকারী জেলা অ্যাটর্নি	৩০ বছর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইন বিষয়ে অন্যন ২য় শ্রেণীর স্নাতক (সম্মান)সহ ২য় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী।

তারিখ : ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ
০২ ডিসেম্বর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

কাজী হাবিবুল আউয়াল
সচিব।